মাননীয় সম্পাদক সাহেব,

নমস্কার। কেমন আছেন? আমি যুথিকা বড়ুয়া। আপনাদের ওয়েবসাইট ম্যাগাজিনে মাঝে মধ্যে লিখে থাকি। একটি আর্টিকেল পাঠালাম। এ লেখার শেষেই আছে। কাইন্ড্‌লি একটু দেখে নেবেন। আশা রাখছি, আপনাদের মনোনীত হবে। আর এর সাথে একটা ইন্‌ফরমেশ্‌ আছে। সেটা হলো, আগামী শনিবার ৯ই জুন ২০০৭, টরন্টো থেকে টেলিভিশনে একটি বাংলা টি.ভি অনুষ্ঠান ব্রটকাষ্ট করা হবে। সেটা আপনারা লাইভ দেখতে পাবেন www.deshitv.com এ, বাংলাদেশের সময়ে রাত সাড়ে আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত। ভারতের সময়ে রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত। এর মধ্যেই দেখবেন, আমার রচিত ও সুরে আমারই গাওয়া এবং পিক্‌চারাইজ করা একটি আধুনিক বাংলা গান। গানের কথা হলো, 'ডেকো না, ওগো ডেকো না। তুমি অমন করে আমায় ডেকোনা।' আমন্ত্রণ রইল, দেখতে ভুলবেন না! ইন্‌কেস দেখতে মিস্‌ করলেও অনুষ্ঠানটি যে কোনদিন যে কোন মুহূর্ত্তে দেখতে পাবেন জুন মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত।

সম্ভব হলে এখনই ওয়েবসাইটটা ওপেন করে দেখতে পারেন। সেখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে। এই বাংলা অনুষ্ঠানটি মাসে দুবার প্রচারিত হয়। এখন ওয়েবসাইট ওপেন করলে দেখবেন Last episode on May 26th , 2007 .

ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছান্তে
যুথিকা বড়ুয়া
টরন্টো, ৭ই জুন, ২০০৭

অবলার নীরব অভিমান

যুথিকা বড়ুয়া

মেয়েদের জীবনটাই একটা জ্বলন্ত মোমবাতির মতো! মোমবাতি যেমন পুড়তে পুড়তে গলে নিঃশ্বেষ হয়ে যায়, ঠিক তেমনিই সংসারের ঘানি টানতে টানতে অনাদরে অবহেলায় মেয়েদের উপচে পড়া যৌবনও একদিন নিঃশেষ হয়ে ঝোড়ে যায়! এমনি কর্ম মেয়েদের! সারাজীবন নিঃশ্ব হয়ে শুধু করেই যাও আর দিয়ে যাও! দেবার জন্যই জন্মেছে মেয়েরা! কখনো নিজেরা পাবেনা কিছু। আর না পেলেও তাতে স্বামী, সন্তান কারো কিচ্ছুই এসে যাবেনা কোনদিন! আর কে-ইবা নজর রাখে সেদিকে! এ সংসারে কেউই কারো নয়! সবই নিমিত্ত মাত্র! অথচ পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ ভুলে গিয়ে নিজেকে জীবন দেবতার চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে জীবন ধন্য করে মেয়েরা! সার্থক করে তোলে। কত সহনশীল, চিন্তাশীল এবং

আত্মত্যাগী ওরা! যারা মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেনা! জীবনের সাধ-আহাল্লাদ, কামনা-বাসনার প্রবল ইচ্ছা ও হৃদয়াবেগ প্রকাশ করবার অধিকারটুকুও যাদের থাকেনা! ওদের অপেক্ষা করতে হয়, জীবন নদীতে কখন প্রেমের জোয়ার আসবে! হৃদয়াঙ্গিনায় কখন বসন্ত আসবে! ফুল ফুটবে ভালোবাসার! অথচ শৈশব ও কৈশোরের দৌড়-ঝাঁপ পেরিয়ে সুকোমল যৌবনে প্রবেশ করতেই প্রতিটি মেয়েরই নিজস্ব একটা কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি হয়! জাগ্রত হয় কত স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা! কিন্তু কতদিন! নিজ গর্ভে লালিত সন্তানের মা হওয়া পর্যন্তই! তারপর! তারপর আর কি! শুধু একঘেঁয়ে নিরলস নিস্প্রেম নিরানন্দে জীবন যাপন করা! তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া! আর জীবনের একান্ত চাহিদার অপরিপূর্ণতায় মনের আক্ষেপে বেদনার বালুচরে নির্বিকারে অশ্রুপাত করা!

আলিশা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব বেশী না থাকলেও কাজে-কর্মে যেমন পারদর্শী, তেমনি অসাধারণ সুন্দরী ছিল! গায়ের রংও শ্বেতাঙ্গদের মতো সাদা। মা-বাবা ওকে আলো বলে ডাকতো। খুব ছোট্ট বয়সে বাবাকে হারিয়ে আমাবশ্যার মতো ওদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার! মাও অজপাড়া গাঁয়ের একজন সহজ সরল অনভিজ্ঞ মহিলা। আকস্মিক জীবনের বিপর্যয়ে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বেচারীর একেবারে পথে বসার উপক্রম! কিন্তু মানুষের জীবন গতিশীল নদীর মতো! কখনোই থেমে থাকেনা! ঠিক তেমনি দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সংঘর্ষে ভারসাম্যহীণ হয়ে পড়লেও আলোর মা চারুবালাদেবীও থেমে থাকেন নি! তার সংসার নামের তড়ীখানি ফাটল ধরলেও বিধাতার ভরসায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন অজানা অনিশ্চিত মোহনার দিকে! কিন্তু দারিদ্র্যতাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু! প্রচন্ডভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে! যার ফলে বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে বদলে দেয় মানুষকে! মানুষের জীবনকে! কূলষিত করে নিস্পাপ মনকে! নানা প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করাও তখন বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়! একদিকে সততা, মানবিকতা, অন্যদিকে দারিদ্র্যতা! এই তিনের টানাপোড়নে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পা বাড়ায় ভুলের চরম সিদ্ধান্তে। কিন্তু ভালোবাসা তো পাপ নয়! অপরাধও নয়! বরং মনকে পবিত্র করে! পরিশুদ্ধ করে! বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি যোগায়! প্রেরণাও জোগায়। প্রকৃতপক্ষে যার মূল্যায়ন কখনো করা যায়না! যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও জীবিকার তাগিদে অন্ন-বস্ত্রের মতোই মৌলিক চাহিদার একটি বিশেষ উপকরণ। এ কথা কারোও অজানা নয়! কিন্তু তার প্রকৃত মূল্যবোধের অভাবে এবং পারিপাশ্বিকতার সাথে অসামঞ্জস্যতার কারণে তার যথাপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে মানুষ কুন্ঠিতবোধ করে!

অথচ আলোর করুণা মিশ্রিত চাউনি আর হৃদয়াকর্ষক রূপে বখাটে যুবকদের দেওয়ানা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক! যেমন করে ওর দিলদরিয়ার অতল তলে ডুবে গিয়ে প্রেমের পত্তন ঘটে ওদেরই পাড়ার সুদর্শণ তরুণ যুবক মোহিত লালের! যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্ধকার জীবনে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি খুঁজে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা আলিশা নতুন দিগন্তের নতুন সূর্য্যের অপেক্ষায় ওর কল্পনার জগতে বুনেছিল কতনা স্বপ্নের জাল! কখনো জীর্ণপাতা ঝরা ঘু ঘু ডাকা দুপুরে, কখনো গঙ্গানদীর সংলগ্ন এলাকার নির্জন নিড়িবিলিতে চলেছিল দুজনার মন বিনিময়! অভিসার! যার

চরম পরিণতির সমাপ্তি ঘটে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। অথচ তখন কি ও' জানতো, মোহিতের ঐ চাওয়া-পাওয়া, ভালোলাগা, ভালোবাসা কত অর্থহীন! কত ঠুনকো! যা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেনি! কল্পনা করেনি, দু'চোখে এঁকে রাখা স্বপ্নগুলি এতো শীঘ্রই অশ্রুজলে মুছে যাবে! যাকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে চেয়েছিল প্রাণের ডোরে বাঁধতে! চেয়েছিল একান্তআপন করে মোহিতকে হৃদয়ের মাঝে পেয়ে জীবনকে ধন্য করতে! কিন্তু বিধিই বাম! বৈবাহিক জীবনে নতুন অভিজ্ঞতায় মনের মধ্যে এক অভিনব আনন্দের একটা তীব্র অনুভূতি সঞ্চার হবার আগেই হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ইচ্ছা, আবেগ-অনুভূতিগুলি সব পঙ্কিল হয়ে অনুতাপের আগুণে পুড়তে পুড়তে হৃদয়কে ভেঙ্গে চৌচির করে দেয় আলোর!
কথায় বলে, 'স্বপ্ন স্বপ্নই! কখনো বাস্তবায়িত হয়না!' আসলেই তাই! মধুচন্দ্রিমায় ভালোবাসার রাজপ্রসাদে জীবনের পরম আকাঙ্খিত কামনার অথৈ সাগরে বিভোর হয়ে ডুবে গেলেও, আলো পলে পলে উপলব্ধি করে, মোহিতলাল অত্যন্ত স্বার্থাণ্বেষী এবং একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ! কত সংকীর্ণ নিষ্ঠুর নির্দয় ওর অন্তরাত্মা! পান থেকে চূণ খসলেই অশ্লীল অমার্জিত রূঢ় ব্যবহার! অথচ মানুষকে কনভিন্স করার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী সে, ওর ইনোসেন্ট চেহারায় কখনোই তা ধরা পড়েনা! তবু দুঃখ হতোনা আলিশার, রাজা হয়েও যদি হৃদয়ের রাজসিংহাসনে ক্ষনিকের জন্যেও রাজা মতো বসতে জানতো মোহিত! অথচ ওর হৃদয় নামের বিশাল সাম্রাজ্যটি কিভাবে শাসন করতে হয়, কিভাবে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়, মুখের মিষ্টি শব্দের তীর চালিয়ে কিভাবে নিজের স্বার্থ আদায় করে নিতে হয়, তাতে এতটুকুও ভুল হতোনা মোহিতের! কিন্তু কেন? কেন এমন আচার আচরণ? এমন ব্যভিচার! চায় কি মোহিত? সহধর্মিণী হিসাবে প্রত্যেক স্ত্রীরই চাওয়া-পাওয়ার একটা অধিকার থাকে! নিজস্ব একটা স্বাধীনতা থাকে! তেমনি আলোরও থাকার কথা! কিন্তু ওর বেলায় ব্যতিক্রম কেন! শুধু মৌলিক চাহিদাগুলি রুটিনমাফিক পূরণ করতে পারলেই কি স্বামীর নৈতিক দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য সব শেষ? ও'তো ভিখীরি নয়! মোহিতের হাত ধরেওতো বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেনি! রীতিমতো বিবাহিতা স্ত্রী ও' মোহিতের! একজন মর্যাদাসম্পন্ন কূলবধূ! সে কেন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে দিনের পর দিন!
ভাবতে ভাবতে বিষন্নতায় ছেয়ে যায় আলিশার শরীর ও মন! অথচ ও' কত অসহায়, নিরুপায়, দুর্বল! আপত্তি, অনুযোগ, অভিযোগ করবার কোনো ক্ষমতাই ওর নেই! ও'যে নিয়তির কাছেই আত্ম সমর্পিত! বিসর্জিত! পরাজিত! শান্তনা দেয় নিজেকে, দোষে গুণেই তো মানুষ! পৃথিবীর সব মানুষ সমান হয়না! কিন্তু পরিবর্তনশীল! একদিন মোহিতেরও নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসবে!

কিন্তু কপালের দুর্ভোগ খন্ডাবে কে! মোহিতের আজো অবধি মন-মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি! বিরল, একরোখা ওর সেন্টিমেন্টাল! আসলে, ও'কে যে কোন্ ধাতু দিয়ে বিধাতা গড়ে ছিলেন, যার শরীরে হৃদয় বলে কোনো ইন্দ্রিয়ই নেই! কোনো অনুভূতিই নেই! যে কারণে ওর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াও ঘটতে দেখা যায়নি! আবেগ-অনুভূতি, ভালোলাগা, ভালোবাসা সবই মোহিতের ক্ষণিকের মোহ! কচুপাতার জলের মতো ক্ষণস্থায়ী! এই আছে তো এই নেই! যাকে

পরশপাথর ভেবে সর্বান্তকরণে গলায় মালা দিয়েছিল আলিশা। চেয়েছিল মোহিতের ঘরনী হয়ে থাকতে। প্রেয়সী হয়ে থাকতে। রাজরানী হয়ে থাকতে। কিন্তু আলোর সে আশার গুড়েই বালি! জীবনের কোনো সাধই ওর পূরণ হয়নি!
মোহিত নিজের ব্যাপারে এতই সচেতন, সুখের অন্বেষণে উদয়স্থ ডুবে থাকে নিজের জগতে! কখনো স্ত্রী-পুত্রের দিকে ফিরে চাইবার অবকাশও ওর হয়না! তারা বাঁচলো কি মরলো ভ্রুক্ষেপই থাকেনা সেদিকে! অথচ আলো, ওর মেঘলা হৃদয়াকাশে মধুচন্দ্রিমার ঝলমলে রেশমী জোছনার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে গুনতে আজ ও' বিছানায় শয্যাশায়ী। নানান রোগে, শোকে দুঃখে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সারাশরীর। এককালে যার রূপের মাধুর্য্যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষিত করেছিল মোহিতকে! ওকে পাগল করে দিয়েছিল! হয়তো সেকথা আজ ভুলেই গিয়েছে মোহিত!

আমরা জানি, বসন্ত এলে বাগিচায় ফুল ফোটে! ফুলের গন্ধ্যে ভ্রমর ছুটে আসে! অথচ এতকাল একই ছাদের নিচে একঘরে বাস করেও আলোর আকাঙ্খিত মনের পূর্ণ মিলন আজো ঘটেনি! মোহিতের মনের ঠিকানা আজো খুঁজে পায়নি! খুঁজে পায়নি জীবনের চাওয়া-পাওয়ার কোনো হিসাব নিকাশ! হয়তো এমনি করেই পরম আকাঙ্খিত একটি শুভক্ষণের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে একদিন প্রাণটাই ওর দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে নৈঃশব্দে, নীরব অভিমানে! তখনো কি মোহিতের মনের ঠিকানা খুঁজে পাবে ও' ! কে জানে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডা প্রবাসী লেখক ও একজন প্রফেশনাল্ সঙ্গীত শিল্পী।